Vol. 33 | No. 3 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় পুরাণের ব্যবহার

Volume	33
Issue	3
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাহবুব সাদিক
Published online	June 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i3.2
Pages	19-42
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় পুরাণের ব্যবহার

মাহবুব সাদিক

একক মানবসত্তা তার অন্তর্গূঢ় মর্মমূলে শুধু নিজস্ব স্মৃতি-অভিজ্ঞতা এবং সমকালীন বিশ্ব-পরিস্রুত অভিজ্ঞান বহন করে না, নিজের জীবকোষে বহন করে নৃ-তাত্ত্বিক অভিজ্ঞান। মিথ তার নৃ-তাত্ত্বিক অভিজ্ঞানেরই অংশ। এ জন্যেই মিথের প্রতি সৃষ্টিশীল ব্যক্তি স্বভাবতই আকর্ষণ বোধ করেন। তাছাড়া, প্রকাশমাধ্যম হিসাবে সাহিত্যে মিথ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার সামসময়িক জীবনচেতনা শাশ্বত মিথ-অভিজ্ঞানের সংগে সমন্বিত হয়ে সাহিত্যে তৃতীয় মাত্রার সংযোজন ঘটায়। ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা ও পুরাণ-অভিজ্ঞানের সংযোজন-সমন্বয়ে সাহিত্য পায় শাশ্বত কালমাত্রা।

আধুনিক সাহিত্যে মিথ প্রয়োগের প্রবণতা বিংশ শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্যরূপে বেড়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অভিজ্ঞান এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মীদের হাতে রূপকায়িত হয়েছে এবং তাঁদের সামসময়িক জীবনচেতনার সংগে সমন্বিত হয়ে জন্ম দিয়েছে কালজয়ী শাশ্বত সাহিত্যের। একালের প্রতীচ্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূরা, টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, জেমস জয়েস, টমাস মান, ফ্রান্‌জ কাফকা, যুগসত্যের প্রকাশ করেছেন মিথ-কাহিনীর আবরণে। পুরাণ-কাহিনী মানব চেতনায় বদ্ধমূল। চেতনাধৃত এই নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞান সাহিত্যের সংগে সমন্বিত ক'রে সৃষ্টিশীল মানব-প্রতিভা সাহিত্যকে চিরন্তনের সংগে যুক্ত করেছে। আধুনিক যুগ ও জীবন-পরিপ্রেক্ষিতের সংগে ওডেসির পুরাণকাহিনীর সমান্তরাল ব্যবহার ক'রে জেমস জয়েস তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ULYSSES'-এ এ যুগের জীবনভাষ্য রচনা করেছেন। মিথের ভাবকল্প ও প্রকরণকলা সমৃদ্ধ করেছে আধুনিক সাহিত্যকে। জয়েস-ব্যবহৃত মিথের প্রকরণ—কলাকে 'বর্ণনামূলক পদ্ধতি'র পরিবর্তে

টি. এস. এলিয়ট অভিহিত করেছেন 'মিথিক্যাল পদ্ধতি' হিসেবে এবং এ প্রকরণকে আর্টের আধুনিকতার একটি পদক্ষেপ হিসেবে স্থির করেছেন।[১] দুটি মহাযুদ্ধের নারকীয় ধ্বংস-যজ্ঞের পর যন্ত্রসভ্যতায় প্রাগ্রসর পাশ্চাত্য নতুন তাৎপর্যে মিথের সমান্তরাল কাহিনী ও প্রকরণ পদ্ধতির অনুসর করেছে। যুদ্ধ ও ধ্বংসপ্রবণ বর্তমান সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের কবিকে মিথ-এর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে ব'লে একজন প্রখ্যাত সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> The role of myth in great poetry of the past may through some light upon the predicament of poet and the unpromising estate of poetry in our non-mythological present. The poet of to-day and by that I mean the poetic impetus in all of us today —is profoundly inhibited by the dearth of shared consciousness of myth.[২]

ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা 'শাশ্বত অভিজ্ঞতার সংগে যতক্ষণ মিলতে না পারছে'[৩] ততক্ষণ সাহিত্যে তা মূল্যহীন। শাশ্বত অভিজ্ঞতার সংগে মিলনের পথ হচ্ছে মিথের সংগে, নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের সংগে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ-সমন্বয়।

মিথের ব্যবহার ও উপযোগিতা আধুনিক সাহিত্যে ক্রমবর্ধমান হলেও প্রাচীন সাহিত্যে ব্যক্তিচৈতন্যে মিথের উপযোগিতা ছিলো। 'সাহিত্যে ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন ও সমাজসত্তার অসংগতি এড়াবার জন্যে সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকতো।'[৪] বর্তমান সাহিত্যে শুধু সমাজসত্তার সংগে অসংগতি এড়াবার জন্যেই মিথের ব্যবহার হয় না, পুরাণের অবিস্মরণীয় উৎস-উৎসারিত রূপক-চেতনা দ্বারাই বর্তমান জটিল বিশ্বের দ্বারোদ্ঘাটন করতে চান একালের কবি। আধুনিক কবির কাছে পুরাণের তাৎপর্য তাই অপরিসীম। বর্তমান জীবন-অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ অভিজ্ঞানের জন্ম দেয় তখনই কবি মিথের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চান—কারণ, মিথও মানব-প্রজাতি-সত্তার অভিজ্ঞানের আধার। আধুনিক মানুষের ছিন্নমূল

উদ্বাস্তুসত্তা ও খণ্ডিত জীবনবোধে মিথ-চেতনাই সঞ্চারিত করতে পারে শাশ্বত 'মানব-মূল্যবোধ'।[৫]

আধুনিক সাহিত্যের এই মিথ—মুখী প্রবণতা ত্রিশোত্তর কবিগোষ্ঠীকে মিথ ব্যবহারে প্রণোদনা যুগিয়েছিলো। জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—দু'জনেই কবিতায় পুরাণ-প্রয়োগ করেছেন। বিষ্ণু দে প্রবলভাবে মিথাশ্রয়ী। বিষ্ণু দে'র মতো অতো বেশি না হলেও বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় মিথের ব্যবহার একেবারে কম নয়। 'পুরাণপ্রসংগে বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহ তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়।'[৬] কবিতা ছাড়াও, নাটক এবং কাব্যনাটকে তিনি মিথের ব্যবহার করেছেন শিখর-স্পর্শী সাফল্যে। ভারতপুরাণের কাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে 'কাল-সন্ধ্যা', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'সংক্রান্তি' ও 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' নাটকে এবং গ্রীক পুরাণের ইলেকট্রা কাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে 'কলকাতার ইলেকট্রা' নাটকে।

বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে'র মিথাশ্রয়ী সংবেদনা এবং মিথ-প্রয়োগ-রীতি ভিন্ন। বিষ্ণু দে মিথাশ্রয়ী হন জনতার সংগে, সমষ্টির সংগে আধুনিক পৃথিবীর সংগে সংযোগ-স্থাপনের জন্যই। বুদ্ধদেব বসু জনবিচ্ছিন্নতার কারণেও মিথাশ্রয়ী হন। জনতার সংগে সংযোগ পুনস্থাপন তাঁর লক্ষ্য নয়। বরং তিনি পুরাণ-কল্পের মধ্যে সন্ধান করেন তা-ই, যা তাঁর মনোভঙ্গি ও ব্যক্তিবোধের সংগে সাযুজ্যপূর্ণ। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বস্তুবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে একজন একক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিসত্তা। তিনি জনবিচ্ছিন্ন তাঁর অভিযোজন সামর্থ্যের অভাবহেতু, তাঁর মানসবৈশিষ্ট্যের বিশিষ্টতার জন্যেও তিনি বিচ্ছিন্ন। জনবিচ্ছিন্ন এই একক ব্যক্তিসত্তা বহির্জাগতিক দ্বন্দ্বময় গতিশীল জংগম পৃথিবীতে কোন শক্ত বহিরাশ্রয়ের সন্ধান না পেয়েই মিথাশ্রয়ী হয়েছেন।

১

প্রথম পর্যায়ের রচনায় প্রেম, রূপকথা ও প্রাচীন কাব্যের ঐতিহ্য সহযোগে বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক স্বপ্নভুবন রচনা করেছেন। তাঁর অতিরোমান্টিক প্রগলভতা, অতিকথন ও অতি-তরল মনোভঙ্গি দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যে সংযত-সংহত হয়েছে মিথাশ্রয়ী হবার ফলেই। প্রথম

পর্যায়ের কবিতায় বুদ্ধদেব বসু মিথ-কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন কম ক্ষেত্রেই। এ পর্যায়ের যেখানে তিনি মিথাশ্রয়ী, সেখানেও মিথের ব্যবহার সরল, একমুখী এবং ব্যাখ্যাপ্রবণ। পুরাণকল্প এখানে প্রতিরূপক ও প্রতীকের গূঢ় তাৎপর্যে অভিষিক্ত হয় নি।

বুদ্ধদেব বসুর প্রথম পর্যায়ের কবিতার মূল বিষয় প্রেম এবং সেখানে মানবিক বাসনা-ব্যাকুলতাও সগৌরবে স্বীকৃত। আধুনিক মানুষ শাশ্বত প্রেমের মূল্যবোধে বিশ্বাস হারিয়েছে। চিরন্তন প্রেম ও শাশ্বত প্রেমিকের প্রতীক গ্রীকপুরাণের অর্ফিয়ুস-এর সমান্তরালে আধুনিক প্রেমিককে প্রতিস্থাপন ক'রে কবি আধুনিক প্রেমিকের অন্তঃসারশূন্যতা ও পঙ্গুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:

মোর প্রাণে নেই সেই প্রেম—যার বলে
গুপ্ত মৃত্যুপুরী হ'তে এনেছিলো ফিরায়ে প্রিয়ারে
বিরহী প্রেমিক।
দুর্বল, ভংগুর আমি, পঙ্গু, অসহায়,
কর্কশ, কঠিন।

('অমিতার প্রেম', "বন্দীর বন্দনা")

একনিষ্ঠ ও চিরন্তন প্রেমের প্রতীক ভারতপুরাণের সীতা-সাবিত্রী-শকুন্তলা-কাহিনী জনচিত্তে যতো মধুরই হোক, তার অন্তরালবর্তী সামন্ত পুরুষের লালসা-লীলা কবির অবিদিত নেই বলে মিথব্যবহার করেই তিনি ব্যঙ্গপ্রবণ :

...কুমারীত্ব করিতে মোচন
পটুতার নাহি ছিলো সীমা। নারীমেধ যজ্ঞমাঝে
ইন্ধন হয়েছে শত শকুন্তলা।

... .

শয্যা.কক্ষে একনিষ্ঠতায়
সীতার সতীত্বশিক্ষা, সন্তানের বহুবচনতা
সাবিত্রীর সুপবিত্র প্রেমের লক্ষণ।

('কোনো বন্ধুর প্রতি', "বন্দীর বন্দনা")

পুরাণ-কাহিনীর উল্লেখ এবং তার তির্যক ব্যবহার সত্ত্বেও, প্রথম পর্যায়ের স্বল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া, বুদ্ধদেব বসু মিথের ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ শিল্পিত প্রয়োগ করতে পারেন।নি। মিথের শিল্পিত প্রয়োগের চমৎকারিত্ব লক্ষ্য করা যাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের রচনায়। এ পর্যায়ে মহাকালের রূপচিত্র আঁকতে গিয়ে একটি সুপ্ত মিথ-কল্পের ব্যবহার ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধি অর্জন করেছে :

আমাদের চিরসংগী নৃত্যক্ষিপ্ত রিক্ত মহাকাল।

('মোরা তার গান রচি', "বন্দীর বন্দনা")

নির্বস্তুক মহাকাল এ পংক্তিতে মিথের সংগে যুক্ত হবার ফলেই সপ্রাণ উজ্জীবন লাভ করেছে। মহাকালের রূপক-অনুষঙ্গরূপে এখানে কবি ব্যবহার করেছেন গজাসুর বধের পর তার রক্তাক্ত চর্ম দু'হাতে মাথার উপর তুলে ক্ষিপ্তনৃত্যরত শিবের রূপকল্প। কবিতার 'নৃত্যক্ষিপ্ত' শব্দ-বন্ধটিই এই সুপ্ত মিথের প্রতি আমাদের চেতনাকে চালিত করে। প্রসঙ্গত বলা যায়, ভাষা তার শব্দ ও শব্দবন্ধে ধারণ করে নৃ-তাত্ত্বিক অভিজ্ঞান— এ ধরনের শব্দবন্ধ সেই অভিজ্ঞানেরই অংশ।

বিরহবোধের আতিশয্যজনিত আবেগে একটি প্রত্ন মিথ-প্রতিমা সমর্পিত হয়েছে একটি চমৎকার চিত্রকল্পে :

শূন্য থেকে উঠে আসতো অন্ধকারের অপরিমেয় স্তম্ভ—

('পুনরুজ্জীবন', "নতুন পাতা")

প্রলয়জলে অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর সংগে ব্রহ্মার তর্কের মধ্যে শিব উঠলেন তিমিরভেদী স্তম্ভরূপে। আদি-অন্তহীন এই পৌরাণিক স্তম্ভই উপর্যুক্ত পংক্তির চিত্রকল্পে স্থান পেয়েছে। বিরহের আতিশয্যে কবি জ্যোৎস্নামথিত রাত্রিকে তছনছ করে অন্ধকারের স্তম্ভ নামাতে চান। ইয়ুং-কথিত সমষ্টিগত অবচেতনে (collective unconcious) থাকে সমগ্র মানব-অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিপুঞ্জ—ব্যক্তি যা বহন করে অবচেতন স্মৃতিতে। যুগযুগান্তরব্যাপী এই অবচেতন-অভিজ্ঞান থেকেই Primordial Image বা archetypal patterns-এর উদ্ভব হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন

মড বডকিন। উপরের চিত্রকল্পের ভাষায়ও সেই সমষ্টিগত অবচেতনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে—যা ব্যক্তির চেতনায় নবজন্ম পেয়েছে। 'পুনরুজ্জীবন' কবিতার পরবর্তী অংশেও অন্ধকার খণ্ডিত ক'রে বিষ্ণুর নাভিপদ্মের পুরাণপ্রতীক ব্যবহার ক'রে কবি সৃষ্টি ক'রে নিচ্ছেন তার প্রেম থেকে প্রেমিকাকে :

এই অন্ধকার দ্বিখণ্ডিত হ'লো আমার চোখের সামনে
বেরিয়ে এলো তার জ্যোতির্ময় হৃদয়পদ্ম,
তার কেন্দ্রে আমি।
আমিই তো তাকে সৃষ্টি করেছিলুম, যখন আর কিছু সৃষ্ট হয়নি
আমার অপরিমেয় অনির্বচনীয় প্রেম দিয়ে।

(ঐ, ঐ)

প্রলয়জলে শায়িত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো সমস্ত পৃথিবী, তেমনি প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের মধ্য দিয়ে নতুন কিছুর সৃষ্টি হবে: এই প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে একটি বিবৃত উপমায়:

ফুটে উঠুক, কিছু ফুটে উঠুক
তোমার আর আমার সংস্পর্শে, তোমার আর আমার মাঝখানে
যেমন একদিন পৃথিবী ফুটে উঠেছিলো পদ্মের মতো
বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে।

('সমুদ্রস্নান', "নতুন পাতা")

প্রেমের আবেগাতিশয্যের অনুষঙ্গে অন্য একটি উপমায় ব্যবহৃত হয়েছে সমুদ্র-মন্থনের পুরাণ-কাহিনী :

আমার সমস্ত রক্ত উথলে ওঠে তোমার দিকে
দানবের হাতে উন্মথিত সমুদ্রের মতো।

('ভীরুতা', "নতুন পাতা")

প্রেম-সংবেদনার গভীর আবেগে বুদ্ধদেব বসু নিজেরই মনোভূমি থেকে নির্মাণ ক'রে নিয়েছেন তার প্রেমিকাকে। নির্মিত প্রেমিকা ও প্রেম থেকে ধ্বনিময় হয়ে ওঠে যে কবিতা তার সংগে তিনি উপমিত করেন গ্রীক

পুরাণের প্রেমের দেবী আফ্রোদিতিকে। পূর্ণযৌবনসহ আফ্রোদিতি যেমন সমুদ্রের ফেনা থেকে উঠে এসেছিলেন ডাঙায়, তেমনি কবির রক্তের ঢেউ থেকেই জন্ম নিয়েছে তার প্রেমিকা—যাকে দেখে ধ্বনিময় হয়ে ওঠে কবিতা :

একদিন আমার রক্তের ঢেউ থেকে যে উঠে এসেছিলো শুভ্র আফ্রোদিতের মতো তাকে দেখে মন্ত্রের মতো ধ্বনিময় হয়ে উঠেছিলো আমার কথা সেই তো কবিতা।

('নতুন পাতা', "নতুন পাতা")

বুদ্ধদেব বসু তাঁর "কঙ্কাবতী"-র নায়িকাকে তুলে এনেছেন দেশজ লোককাহিনী থেকে। লোককাহিনীগুলো মিথের পর্যায়ে পড়ে না। Northrop Frye মিথকে গ্রহণ করেছেন প্রায় সত্য কাহিনী রূপে। লোককাহিনী জীবনের বহিরঙ্গ বৈচিত্র্যের সন্ধানী—মিথ জীবনের অন্তর্নিহিত অর্থের সন্ধান করে।[৭] তবু মিথ আলোচনায় লোককাহিনী-প্রসঙ্গও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে।

২

দ্বিতীয় পর্যায়ে বর্ণনামূলক কাব্যকলা ও আঙ্গিকরীতি পরিহার করার চেষ্টা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। এ পর্বে সামসময়িক জীবনচেতনার সংগে সমন্বয় সাধিত হয়েছে মিথ-কল্পের। মিথের সংযোগ-সহযোগেই এ পর্যায়ের কবিতা অর্জন করেছে সংহতি ও সংক্ষিপ্তি; রোমান্টিক আবেগও প্রশমিত হয়েছে অনেকাংশে।

"দময়ন্তী"-র নামকবিতা মিথ-প্রয়োগের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। পৌরাণিক নল-দময়ন্তীর পার্থিব প্রেমের মিথকল্পের সহায়তায় বুদ্ধদেব বসু এখানে জীবন ও জরা, যৌবন ও প্রেম সম্পর্কে এক অপূর্ব জীবনভাষ্য রচনা করেছেন। মিথের দময়ন্তীর পার্থিব প্রেম-কামনার সমান্তরালে কবি ব্যবহার করেছেন নিজের ও নিজ-কন্যার জীবনের প্রেমকামনা। প্রতিরূপক (allegory) হিসাবেই এখানে মিথের ব্যবহার ঘটেছে। পৌরাণিক কাহিনীর প্রতিরূপক ব্যবহারের চমৎকার দৃষ্টান্ত :

স্বর্গ তোকে চায় যক্ষ তোকে চায়, মৃত্যু তোকে চায়।
কিন্তু যৌবনের জাদু স্বর্গ রচে অন্তর গুহায়,

নাভিমূলে যজ্ঞদেবী, মৃত্যু আরো নিচে।
একদিন হংসদূত এসে
তারই সংগোপন মন্ত্র জ'পে গেছে তোর কানে-কানে
শুনায়েছে প্রিয়তম নাম।
'প্রণাম, প্রণাম,
দেবগণ, ক্ষমা করো, ত্রাণ করো বিপন্নারে,
যেন চিনি তারে
সহস্র নলের মধ্যে, এই বর দাও।'

('দময়ন্তী', ''দময়ন্তী'')

মিথ–কাহিনীর দময়ন্তী যেমন হংসদূতের মুখে প্রিয়তম নাম শুনে মহেন্দ্র–অগ্নি-যমকে প্রত্যাখান করে বেছে নিয়েছিলো মানুষ নলকে, তেমনি তার কন্যাও দেবতাদের অতি-মর্ত্য প্রেমের পরিবর্তে বেছে নেবে মর্ত্যপ্রেমিকের মানবিক রক্তমাংসের প্রেম। শেষতম গ্রন্থ ''স্বাগত বিদায়েও' একই মিথ ব্যবহার ক'রে 'দময়ন্তী ও নল' নামে আরেকটি কবিতা রচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু।

আধুনিক কবিতায় মিথের ব্যবহার ঘটে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপকালঙ্কার ও প্রতিরূপকের আকারে। Northrop Frye লিখেছেন, শিল্পে বা কবিতায় বাস্তব যেমন রূপান্তরিত হয় পরোক্ষ উপমায়, তেমনি মিথ রূপান্তরিত হয় পরোক্ষ রূপকালঙ্কারে (metaphor)।[৮] বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় মিথ কখনো প্রতিরূপক এবং কখনো রূপকালঙ্কাররূপেই রূপায়িত। কম ক্ষেত্রেই প্রতীকাকারে পুরাণের প্রয়োগ ঘটেছে।

"দময়ন্তী" এবং "দ্রৌপদীর শাড়ি"—এই দুটি কাব্যগ্রন্থের নামকরণেও পুরাণপ্রয়োগ ঘটেছে। 'দময়ন্তী' কবিতার জটিল গ্রন্থি ও সাবলীল ভংগি 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কবিতায়ও ব্যবহৃত হয়েছে। মিথ এখানে প্রতীকাকারে ব্যবহৃত। মহাভারতের যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বাজি রেখে পাশা খেলায় হেরে গেলে দুঃশাসন রাজসভার মধ্যেই দ্রৌপদীর শাড়ি খুলে ফেলে তাকে অপদস্ত করার চেষ্টা করে। দ্রৌপদীর শাড়ি অন্তহীন হয়ে তাকে রক্ষা করেছিলো। এই পৌরানিক কাহিনীর অন্তরালবর্তী চেতনা বুদ্ধদেব বসু একটি অবিস্মরণীয় কবিতা 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে রূপ দিয়েছেন।

কবি দ্রৌপদীর প্রতীকে ব্যবহার করেছেন বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং দুঃশাসনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞান ও বিশ্লেষণী-বুদ্ধি। দর্পিত বুদ্ধির হাতুড়ি বিশ্বপ্রকৃতির অন্তহীন রহস্যজালকে উন্মোচিত করতে চাইলেও তা দ্রৌপদীর শাড়ির মতোই অন্তহীন:

প্রতিশ্রুত হাতুড়ি এলো
অন্ধকারে ছুটে,
বাড়ালো হৃদপিণ্ড তার
চাঁদের মতো মুঠি
আকাশ ভ'রে উঠলো সোর
মেঘের ঘোর জলের তোড় ;
মন্ত্রপড়া অন্তরাল
দিলো না তবু সাড়া
অসম্ভব দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ি।
('দ্রৌপদীর শাড়ি' ''দ্রৌপদীর শাড়ি'')

'দ্রৌপদীর শাড়ি' কবিতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু একটি চিঠিতে লিখেছেন: "····যে কোনো বিজ্ঞানের নাম নিয়ে, সে যতই উদ্ধত হয়ে উঠুক বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য অব্যাহতই থাকবে। দর্পিত বুদ্ধির হাতুড়ি প্রচণ্ডবেগে বারবার ছুটে আসে, বারবার তাকে ঠেকিয়ে দেয় মানুষের সহজ অনুভূতি, ছোট চাঁদের মতো তার হৃদপিণ্ড। 'অসম্ভব দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ি'—এই রহস্যের উন্মোচন অসম্ভব। মহাভারতের দ্রৌপদীর যে কিছুতেই বিবস্ত্র করা গেল না তার অর্থ আমি এই রকম বুঝেছি।"[৭]

'স্বর্গবীজ' কবিতায় নক্ষত্রদের কল্পনা করা হয়েছে দেবতাদের রেতঃস্রোত-রূপে। ভারত-পুরাণে দেবতার রেত-স্খলনের ফলে নানা কাহিনীতে জন্ম নিয়েছে নানা দেবতা। ঐ কাহিনীর অনুষংগে এ কবিতায় জ্যোতির অমর ঝড়ের পতন লক্ষ্য করা হয়েছে। দেবতাদের ক্ষেত্রে রেতঃস্রোতের লক্ষ্য ছিলো সমুদ্র, স্বর্গরূপসীরা বা উমা, কবিতায় রেতঃস্রোতরূপী যে জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের পতন ঘটছে তার লক্ষ্য জ্যোতি-যোনি কল্পনা—অর্থাৎ কবি-কল্পনা। বহির্বাস্তবের নানা তথ্য-অভিজ্ঞতা-অভিজ্ঞানরূপী জ্যোতি স্রোতের পুনঃজন্ম ঘটে কবির কল্পনার রসে সঞ্জীবিত হয়েই।

কখনো কখনো উৎপ্রেক্ষার আকারে ব্যবহৃত হয়েছে ভারতপুরাণের তথ্যাবলী :

তারই তরংগ-রঙ্গে তোমার অংগে ফুটেছে গুচ্ছ গুচ্ছ পারিজাত
আকাশে আলোকে ঢেলেছে ইন্দ্র লক্ষ-লক্ষ লুদ্ধ চপল আঁখিপাত।
তোমার দু'আঁখি বৈশাখী মেঘে এঁকে দিলো, যেন বাসনার বেগে
ঐরাবত আর উচ্চৈঃশ্রবা দুর্বার,
যে-আঁখিতারার তীক্ষ্ণ চাহনি যখনই আমাকে করেছিলো তাড়া
জেনেছি আমার নেই আর নেই উদ্ধার।'
('প্রৌঢ় প্রেম,' "দ্রৌপদীর শাড়ি")

অন্তরীক্ষের দেবতা ইন্দ্র জন্মেই আকাশকে উজ্জ্বল করেছিলেন। এখানে 'লুদ্ধ চপল আঁখি-পাত' যেমন নক্ষত্রের ইংগিত, তেমনি তা নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল চোখের দ্যুতিরও বিস্ফুরণ ঘটাচ্ছে। আর এই লুব্ধ চপল আঁখি কটাক্ষ ইন্দ্রের বাহন-দ্বয়ের মতোই দুর্বার বেগে প্রেমিক কবিকে তাড়া করছে। বর্ণনামূলক এরকম তথ্যেরই উল্লেখ আছে 'উদ্বাস্তু' কবিতায় :

কুয়াশাও কাজে লাগে মাঝে-মাঝে
কখনো একটি শোভনতার পরদা টেনে দেবার জন্য
যখন মহিমার লজ্জাহীনতায় জেলের মেয়েকে কামনা করেন মহর্ষি,
নদীর বুকে, নৌকার উপর, সেই মুহূর্তেই।
আর কখনো বা লুকিয়ে রাখতে, ভুলিয়ে দিতে
কোনো মর্মাহত মানুষের দুঃখ, লজ্জা, অপমান।

('উদ্বাস্তু', ঐ)

নিঃসঙ্গ লেখক সতীকান্ত অনির্দিষ্ট বেদনায় যখন ভোরবেলা কলকাতার রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছে তখন কুয়াশা ঘিরেছে চারপাশ; অস্পষ্ট, অবাস্তব পরিপার্শ্ব দেখে লেখকের মনে হয়েছে পরাশর-সত্যবতীর মিলনকাহিনী। মৎস্যগন্ধা সত্যবতী দুই তীরের মানুষের চোখের সামনে সংগমে অস্বীকৃত হলে পরাশর মুনি চারপাশ কুয়াশার প্রচ্ছদে ঢেকে দেন। বর্তমান কবিতায় মিথ-কাহিনীটি এসেছে রূপকের আকারে। মর্মাহত

মানুষের বেদনা ও লজ্জা লুকিয়ে রাখতেও আচ্ছাদনের প্রয়োজন ঘটে। মিথ-কাহিনীটি 'উদ্বাস্তু' কবিতায় সরল ও একমুখী রূপক আকারে প্রকাশিত, কিন্তু অন্যত্র একই কাহিনী চমৎকার ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। মিথের এই ব্যঞ্জনাময় প্রকাশই আধুনিক কবিতাকে সমৃদ্ধ ক'রে :

'তবু দ্যাখ, হৃদয়ের দুই তীরে ঐ নেমে আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে
অতীত, আসন্ন কাল; সেতু বাঁধে শ্রমিক সম্প্রতি—
যার কূট কুয়াশায় কেলি করে ঋষি আর ধীবর-যুবতী।

('আটচল্লিশের শীতের জন্য: ১', "যে আঁধার আলোর অধিক")

'চিত্তবৃত্তির ক্ষণিক ও বলীয়ান স্বাধীনতা' ঘোষিত হয় কাব্যরচনার মুহূর্তে—তখন জৈবজীবন ও প্রকৃতি কবির মনোভূমি থেকে অপসৃত—এই মুহূর্তগুলোতেই বুদ্ধদেব বসু প্রকৃতির বিরোধিতা করেছেন এবং প্রকৃতিকে অতিক্রম ক'রে রচনা করেছেন এক বিকল্প ভুবন। সময় এবং গতির অধীন প্রকৃতিকে আর প্রয়োজন থাকে না কবির—কেননা তার অভাব তিনি নিজেই পূর্ণ করবেন। যৌবন, প্রকৃতি এবং কঙ্কাবতী—(অর্থাৎ প্রেম) যদি না থাকে, তাহলে কবি প্রৌঢ়তার শীর্ষে দাঁড়িয়ে অতীত ও আসন্ন কালের মধ্যে রচনা করবেন সেতুবন্ধ। ভূত ও ভবিষ্যের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করার শ্রমিক কবি ছাড়া অন্য কেউ নন এবং সেখানে তিনি নিজেই সৃষ্টি করবেন সেই কুয়াশা, যার মধ্যে রচিত হতে পারে ঋষি ও ধীবর-যুবতীর মতো প্রেম। সময়ের গতিশীলতা এবং জৈব স্বাভাবিকতার মধ্যে কবিই কেবল সৃষ্টি করেন তাঁর নিজস্ব ভুবন। 'ঋষি ও ধীবর যুবতীর সংগমে, সকল বৈপরীত্যের মিলনে সৃষ্ট হবে কবিতা—বেদব্যাসের মতো সৃষ্টিশীল অপাপবিদ্ধ কবিতা। 'কুয়াশা' শব্দটির মধ্যে সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তের আকারহীনতা ও সৃষ্টিরহস্যের অস্পষ্টতা আভাসিত হয়েছে।'[১০]

"শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর"-এ মিথ-প্রয়োগ খুব বেশি ক্ষেত্রে ঘটে নি। আধুনিক প্রেমের অন্তঃসারশূন্যতা মিথিক চরিত্রের সংগে সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে দু'একটি কবিতায় :

অভিমন্যুর মতো আমি অসহায়
রঙ্গিণীদের অনতিক্রম্য ব্যূহে,

কটাক্ষে তারা যতো আলো জে্বলেছিলো
একে একে নিবলো তাদেরই ফুঁয়ে।
('রাধামাধব উপাধ্যায়ের শেষ উক্তি', "শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর")

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে চক্রব্যূহে-পতিত অসহায় বীর অভিমন্যুর মতো চল্লিশোর্ধ রাধামাধব উপাধ্যায় আধুনিক রঙ্গিণীদের মধ্যে অসহায় বোধ করেন। আধুনিক রঙ্গিণীদের অন্তঃসারশূন্য প্রেম তার অজানা নেই। মিথ-আহৃত এ ধরনের উপমার সাক্ষাৎ 'অসম্ভবের গান' কবিতায়ও লক্ষ্যযোগ্য। পুরাণ-খ্যাত বীর অর্জুনের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে এখানে।

৩

তৃতীয় পর্যায়ের কবিতায় মিথের ব্যবহার প্রথম দুটি পর্যায়ের চেয়ে পরিমাণগতভাবে বেশি এবং মিথ এখানে অর্জন করেছে ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধি। তৃতীয় পর্যায়ের প্রথম দিককার কবিতায় পুরাণ-প্রয়োগ মহাভারতের নায়ক অর্জুনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। মহাভারতের বর্ণাঢ্য চরিত্র অর্জুনের প্রেমও খ্যাতিময়। শক্তিশালী এই বীর চরিত্র আধুনিক কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে স্বাভাবিকভাবেই। উনবিংশ এবং বিংশ-শতাব্দীর বাঙালি কবিরা অর্জুনকে নিয়ে উদ্বেল হয়েছেন। অর্জুনের আধুনিক রূপকারদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যে অবি-স্মরণীয় সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। ত্রিশোত্তর কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে'র 'পদধ্বনি' কবিতা চমৎকার সাফল্যের অন্য উদাহরণ। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কালের পরিপ্রেক্ষিতে 'কালসন্ধ্যা' নাটকে চিত্রিত করেছেন নায়ক অর্জুনকে। তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের কবিতায় মহাভারতীয় অর্জুন কবি-চরিত্রের সমান্তরালে রূপায়িত হয়েছে।

কবিতায় পুরাণ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আধুনিক কবি সমকালীন জীবনা-দর্শ প্রকাশ করেন। এ জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন কালে চিত্রিত 'অর্জুন'-চরিত্র বিভিন্নতা পেয়েছে। "চিত্রাঙ্গদার অর্জুনের স্বগতোক্তি-কল্প ভাষণে এবং 'পদধ্বনি'র অর্জুনের সুভদ্রা-সম্ভাষণে তাই এত প্রভেদ। 'চিত্রাঙ্গদা'র অর্জুন বাঙালী মধ্যেবিত্তের সেই সময়ের পটে ধৃত, যে সময়পটে মধ্য-

বিত্তের প্রতিষ্ঠা ছিল নিঃসংশয়।...কিন্তু 'পদধ্বনি'-র অর্জুন জিজ্ঞাসা-চঞ্চল। তার দেউলিয়া-দেবতা আজ নেপথ্যে নিষ্ক্রান্ত।"[১১]

বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় চিত্রিত অর্জুনও মধ্যবিত্ত নায়কের প্রতিরূপক। শতাব্দীর নানা টানাপোড়েনে সে বিক্ষত এবং মহাভারতীয় নায়কের পতনমুহূর্তের অক্ষমতায় বুদ্ধদেব বসুর অর্জুনও আক্রান্ত। যদিও বিষ্ণু দে'র মতো সামাজিক–রাজনৈতিক টানাপোড়েনের চিত্রকর নন তিনি। তাঁর অর্জুনের তূণও এক বসন্তেই শূন্য হয় ঃ

বৃথাই জপিয়েছি তোমারে মন,
থামাও অস্থির চ্যাঁচামেচি
কোথায় অর্জুন! কোথায় কামরূপ!
এক বসন্তেই শূন্য তূণ।

('অসম্ভবের গান,' "শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর")

অর্জুনের কামনা ও প্রেমবাসনার স্মৃতির মতো মধ্যবিত্ত কবির প্রৌঢ় প্রেমস্মৃতি রূপলাভ করেছে এ কবিতায়।

ভারতপুরাণের বীর নায়ক অর্জুন "যে আঁধার আলোর অধিক"-এ ফিরে এসেছে কবির প্রতিরূপকে। 'বহুমুখী প্রতিভা' কবিতায় মিথের অর্জুনের প্রতিরূপকরূপে কবি উপস্থাপিত করেছেন নিজেকেই। প্রাচীন পৌরাণিক গ্রীক বীর অডিসিয়াস যেমন ফিরে এসেছে আধুনিক জেমস জয়েসের উপন্যাসে—মধ্যবিত্ত নায়কের প্রতিরূপকে, অর্জুনও তেমনি মধ্যবিত্ত কবির প্রতিরূপকে উপস্থিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়। জয়েসের নায়ক অসতী স্ত্রী ও বিপর্যস্ত বর্তমান নিয়ে যেরকম মুহ্যমান, কবির প্রতিভূ অর্জুনও তেমনি বর্তমানে আশ্রয়হীন, প্রাক্তন প্রেমিকাদের এবং এক-পঞ্চমাংশ স্ত্রী দ্রৌপদীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, ছিন্নভিন্ন একক সত্তা। তবু প্রেম তার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখে যায়, রেখে যায় স্মৃতি—মিথের আবরণে এই বোধ চমৎকাররূপে উপস্থাপিত :

উলূপী দেয় না সাড়া সুভদ্রা উৎসুক নয় আর,
কোথাও মেলে না খোঁজ, এমন কি, চিত্রাঙ্গদার
লেলিহান যৌবনের। মাঝে-মাঝে সময়ের দূর

প্রান্ত থেকে, ক্ষাপসা ঘুমে যেন, হাজার-পাপড়ি-জ্বলা মণিপুর,
দ্বারকার অশ্ববেগ, সপ্রতিভ গতির প্রখর
হাওয়া, স্বতঃপ্রভ মাছের আগুনে স্নিগ্ধ গভীর বাসর
ভেসে ওঠে ডুবে যায়, কিছুই না-দিয়ে, অকস্মাৎ।

('বহুমুখী প্রতিভা', "যে আঁধার আলোর অধিক")

উলূপী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা—এইসব অবিস্মরণীয় প্রেমিকাদের কেউ নেই অর্জুনের বিপর্যস্ত বর্তমানে। মাঝে মাঝে অবচেতনের আধো-আলো-অন্ধকারে তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে দ্রৌপদীর সংগে স্নিগ্ধ বাসর, সুভদ্রাহরণের সমকালীন দ্বারকার অশ্ববেগের ধাবমান চিত্র। কিন্তু বর্তমানে অর্জুনের মতোই কবিও নিরাশ্রয়, ছিন্নভিন্ন, অনিকেত বলেই ইতঃস্তত ধাবমান। মধ্যবিত্ত মানসের বিপর্যস্ত বর্তমানের প্রতি-রূপক রচিত হয়েছে এ কবিতায়। মিথের প্রতিরূপক প্রয়োগে, সংহত-সংযত শব্দব্যবহারে পৌরাণিক আবহ নির্মাণে কবিতাটি অত্যুজ্জ্বল প্রেম-স্মৃতিকে ধ'রে রেখেছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রেম-ভাবনায় বর্তমান পর্যায়ে পার্থচরিত্র প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় পার্থের প্রথমবার লক্ষ্যভেদের মতো প্রেরণা ও আবেগের চাপে কবিও প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করতে পারেন, কিন্তু কবিতায় ঈপ্সিত সাফল্য পেতে হলে নিরন্তর প্রযত্নের প্রয়োজন। পার্থের কর্মমুখর জীবনের মতোই সহজের প্রতি কবির আকর্ষণ নেই। তাঁর অন্বেষণ কেবলি 'মায়াবন বিহারিণী'র 'হরিণী'র জন্য—অর্থাৎ ক্রমাগত কবিতার জন্য তৃপ্তিহীন যাত্রা শুধু দ্রৌপদীতে অর্থাৎ একমুখী প্রেমেও তৃপ্ত নন তিনি। পার্থের মতোই সমস্ত অভিজ্ঞতার স্পর্শ পাবার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে কেবলি তাড়িত করে, কেবলি :

কামনার সান্দ্র আবেদনে
জ্বলেছি সম্মত ধূপ হাজার শয্যায়, মনে-মনে
দ্রৌপদীকে দুর্বল জেনেও।

('শিল্পীর উত্তর', "যে আঁধার আলোর অধিক")

পার্থচরিত্রের সমান্তরালে এ কবিতায় স্থাপন করা হয়েছে কবিকে। আত্মজীবন ও মনুষ্যজীবনেও কবি পার্থচরিত্রের সংবেদনা লক্ষ্য করেন।

কিন্তু শুধু প্রেমভাবনাতেই সীমাবদ্ধ নয় এ কবিতা। মধ্যবিত্ত নায়কের প্রতীকী প্রতিরূপক অর্জুন এ কবিতায় পতনের দ্বারপ্রান্তেও উপনীত। বিংশ-শতাব্দীর মধ্যভাগে, ক্রমবর্ধমান সময়-সংকটে, মধ্যবিত্তের প্রতিষ্ঠা পতনোন্মুখ। এ কবিতার অর্জুনের সত্তায় ক্ষাত্রধর্ম বদ্ধমূল হলেও সে-ও কালধর্মের প্রভাবে পতনোন্মুখ ও স্মৃতিমুখর। তার সারথি দেবতা কৃষ্ণ যখন তুচ্ছ ব্যাধের তীরে নেপথ্যে অপসৃত—তখন তারও অপসৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে :

আর, যদিও সত্তায়
ক্ষাত্রধর্ম বদ্ধমূল, অস্ত্র ফেলে, অমল ব্যথায়—
সময়সংকট যবে অপ্রকৃতি উপচীয়মান—
শুনেছি অমৃতকন্ঠে প্রতিপন্ন নিয়মের গান।
সব সত্য! — কিন্তু সেই প্রতারক, সমর্থ, সজ্ঞান
সাক্ষাৎ ঈশ্বর যদি বেছে নেন উত্তরচরিতে
তুচ্ছ ব্যাধের তীর, তবে আর কোন গুপ্ত ঋতে
গাণ্ডীবের অবিচ্ছেদ ব্যবসায়ে পূর্ণ থাকে তূণ?
সারথি নিস্পৃহ যবে, সেই ক্ষণে নিঃশেষ অর্জুন।

('শিল্পীর উত্তর', ঐ)

মধ্যবিত্ত নায়কের প্রতিরূপক অর্জুন এ কবিতায় সাম্প্রতিক মধ্যবিত্তের সংকটের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। তত্ত্বকে মিথের রূপকে, মিথ-প্রতীকে, সনেটের দৃঢ়বদ্ধতায় শিল্পে রূপান্তরিত করেছেন বুদ্ধদেব বসু "যে আঁধার আলোর অধিক"-কাব্যে।

'অর্জুনের প্রতি-কোনো নামহীনা' কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে মিথের প্রতিরূপক। জীবনব্যাপী কাম ও প্রেমের পরিতৃপ্তির পরও মানুষের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে না, অসমাপ্ত থাকে শেষ পূর্ণ আলিঙ্গন। অর্জুনের এই কামনা কবিরও। অতৃপ্তিই কবির কাব্যযাত্রা অব্যাহত রাখে। মিথের আবরণে এ ভাবনা খুব বেশি গুরুত্ব পায়নি কবিতায়। কিন্তু অন্য একটি দিক থেকে এ কবিতা গুরুত্বপূর্ণ, মিথের পুনর্জাগরণের ইংগিতবহ। অর্জুনকে, তার দীর্ঘজীবনে, অনেক রমণীই কামনা করেছে, তার কীর্তির খ্যাতিতে চিহ্নিত করেছে নিজেদের—

পেয়েছে তার প্রেম ও সন্তান। দ্রৌপদীর এক-পঞ্চমাংশ স্বামীর সামাজিক-খ্যাতির অতিরিক্ত বেশ কিছু খণ্ড প্রণয়েরও নায়ক অর্জুন। কিন্তু একজন কামনা করেছিলো তাকে---মহাভারতকার তাকে চিহ্নিত করতে ভুলেছেন :

এই ব্যর্থ, জ্যোতিষ্মান ইতিহাসে শুধু একজন
সধূম শোণিত নিয়ে জ্ব'লে গেছে তোমার তৃষ্ণায়,
জেনেছে তোমাকে তার অনলের পর্যাপ্ত খাণ্ডব—
অন্য কোনো পরিণামসূত্রে নয়, তুমি—তুমি—তাই, শুধু তাই।
নামহীনা, পুত্রহীনা, চিহ্নহীন, প্রমাণবিহীন
তার কথা বেদব্যাস যদিও হেলায় ভুলেছেন,
আমি জানি, প্রস্থানের অন্ধকারে প'ড়ে যেতে—যেতে
তুমি বিশ্বজয়ী বীর, চেয়েছিলে আরো একবার
অনাবিল, অসমাপ্ত, ব্যক্তিগত সেই আলিঙ্গন।

('অর্জুনের প্রতি—কোনো নামহীনা', "যে আঁধার আলোর অধিক")

অর্জুনের প্রেমিকাদের মধ্যে এই একজন নামহীনা অনির্দিষ্টা প্রেমিকার জন্যে তার ব্যাকুলতা মূলত রোমান্টিক ব্যাকুলতাই। শেষ প্রস্থানের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে অর্জুনের মতো কবিও সেই চিরন্তন সুন্দরের আলিঙ্গন প্রার্থনা করেন। মহাভারতে উপেক্ষিতা এই নায়িকার নাম আমরা জানি না। এই নামহীনা নায়িকার মধ্যে সুপ্ত মিথের একটি দূরস্পর্শী ইংগিত হয়তো লক্ষ্যগোচর হয়ে ওঠে। হয়তো 'তরঙ্গিণী' এই নামহীনা—যার স্পর্শে অর্জুনরূপী ঋষ্যশৃংগের কামমুক্তি ঘটবে। ঋষ্যশৃংগ-তরঙ্গিণীর পুনর্মিলন বর্তমানে সম্ভব নয়—অন্ধকারে স্মৃতির হাত ধরে হয়তো তারা আবার পুনর্জাত হবে। 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র ধারণার ভ্রূণ হিসেবে এ কবিতাকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

'প্রেমিকের গান : ১'-এ প্রেম রূপায়িত হয়েছে মিথের সংগে একসূত্রে। বার্ধক্যেও প্রেম দুলিয়ে দেয় হৃদয়কে। প্রেমের সম্ভাবনা শূন্যে এসে ঠেকলে প্রাণ আর কিসের টানে শান্তিহীন দিনযাপন করবে? সুতরাং একবারও যদি প্রেমের কণামাত্র সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে :

আবার বামন ফেলবে না পা কেউ কি জানে?

('প্রেমিকের গান : ১', ঐ)

বামনাবতাররূপে আবির্ভূত বিষ্ণু দৈত্যরাজ বলির কাছে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল অধিকার করেছিলেন। এখানে মিথের বামনাবতার ও কবি প্রতিরূপকের সমান্তরালে উপস্থিত এবং বামনাবতারও রূপান্তরিত হয়ে প্রেমের অবতাররূপে রূপায়িত। প্রেমের সম্ভাবনায় কবি তার তৃতীয় পদ-বিস্তার করবেন না—এ রকম প্রতিজ্ঞা করেন নি। 'সামান্য প্রেমও অসামান্য হয়ে ত্রিভুবন জয় করতে পারে, এ অনুভূতিই এখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে।'[১২]

"মরচে-পড়া পেরেকের গান"-এর নাম-কবিতাসহ কয়েকটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে পুরাণ-প্রসংগ। 'রোদনরূপসী'-তে বুদ্ধদেব বসু নিজেই মিথের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন। পুরাণ এখানে পুনর্জাত হয়েছে প্রতি-রূপকাকারে :

> কে তুমি সুন্দরী যার বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ঝ'রে ভেসে যায়
> পদ্ম হয়ে নদীর সচ্ছল স্রোতে অবিরল ?
> কোন প্লুত নীলিমায় লিপ্ত তুমি? কোন পুণ্যজল
> তোমার লাবণ্যসার আপনার তরঙ্গে মেশায় ?
> রোদনরূপসী তুমি কেন কাঁদো ? অশ্রু কেন পদ্ম হয়ে ফোটে ?
> কেন তার হিরন্ময় অভিযান দিগন্তেও হয় না বিলীন ?
> কোন মন্ত্রে এই দিন অফুরান ?···মহাকবি দেন নি উত্তর
> শুধু ব'লে গিয়েছেন দেবতারা তোমার অধীন।

দ্রৌপদীর বিবাহ-প্রস্তাবের সময় বরপক্ষ দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর প্রস্তাব উত্থাপন করলে দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ ধর্মসম্মত নয় বলে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার উপক্রম করেন। তখন দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব দ্রৌপদী ও পঞ্চপাণ্ডবের জন্মবৃত্তান্ত ও তাদের পূর্বনির্দিষ্ট বিবাহ প্রসংগের পৌরাণিক বৃত্তান্ত শোনান। বর্তমান কবিতায় সেই পৌরাণিক বৃত্তান্তের একটি অংশই বর্ণিত হয়েছে। যম একবার মহাযজ্ঞে রত হয়ে মানববধ থেকে বিরত হলে দেবতারা উদ্বিগ্ন হন এবং প্রজাপতিকে এর বিহিত করতে বলেন। প্রজাপতি তাদের আশ্বাস দিলে ইন্দ্র যজ্ঞস্থলে যান এবং যজ্ঞস্থলে ভাগীরথীজলে হিরন্ময় পদ্ম ভেসে যেতে দেখে এর উৎস-অভিমুখে যাত্রা করেন। গঙ্গার উৎসমুখে তিনি দেখতে পান এক রোদন-রূপসীর অশ্রুবিন্দু গঙ্গাবক্ষে কাঞ্চনরূপে ফুটে ভেসে যাচ্ছে। বর্তমান

কবিতার শুরু এখান থেকেই। ইন্দ্র—যিনি পরে অর্জুনরূপে জন্মলাভ করেন, এই রোদনরূপসীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ বিষয়ে ব্যাসদেব কোন উত্তর দেননি। তবে এই রূপসী পরে দ্রৌপদীরূপে জন্মান।[১৩] মহাভারতোক্ত পুরাণ কাহিনীর অনুক্ত অংশটি বুদ্ধদেব বসু এ কবিতায় নতুন করে জন্ম দিয়েছেন। অর্জুন এখানে আবার ফিরে এসেছে কবির প্রতিরূপকে। দ্রৌপদীর কান্নাজাত 'পদ্ম' সম্পর্কিত যে কাহিনী ব্যাসদেব বলেননি, বুদ্ধদেব তাকেই পূর্ণ করেছেন। পৌরাণিক রূপসীর ছিলো সমস্ত ঐশ্বর্য—যা ছিলো না, অর্জুনরূপী বর্তমান কবিই তাকে সেসব দিয়েছেন, দিয়েছেন:

> 'অভাব — বিচ্ছেদবোধ — স্বপ্ন — স্মৃতি — হৃদয়স্পন্দন।
> সেই থেকে নিখিলের রাজ্ঞী তুমি, ইন্দ্র হলো অকস্মাৎ অসহায়,
> স্বর্গের ছলনাপ্রান্তে সে অশ্রুপুলক চলে অন্তহীন— ;
> শুধু আমি মাঝে-মাঝে ভুলে যাই, খ'সে পড়ি যন্ত্রণার অন্ধকূপে,
> শূলবিদ্ধ শূকরের মতো নড়ি, জীবনের অজ্ঞান চেষ্টায়।
>
> ('রোদনরূপসী', "মরচে-পড়া পেরেকের গান")

এ কবিতায় 'পদ্ম' কবিতার প্রতীক। 'স্বর্ণপদ্ম' যার অশ্রুনীর থেকে জন্মায় সেই নারী নিখিল পুরুষের কামনার আধার এবং সে আরাধ্য হলেও বাস্তবে তাকে লাভ করা অসম্ভব। কবিই তাকে জন্ম দেন। মহাভারতকারও এই নারীর পরিচয় ও তার কান্নার কারণ ব্যাখ্যা করেন নি। বুদ্ধদেব বসু অভাব-বিচ্ছেদবোধ-স্বপ্ন-স্মৃতি হৃদয়স্পন্দন—কবিতার এইসব উপকরণ আরোপ করেছেন এই রোদনরূপসীর মধ্যে। এই অর্থেই কবিতায় পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটেছে। পরম রূপসীকে কামনা করলেও কবির বর্তমান জীবন শূলবিদ্ধ শূকরের মতো, কিন্তু অস্তিত্বপ্রয়াসী তিনি। পুরাণকাহিনীর সংগে কবির বর্তমান জীবনের যোগসূত্র এখানেই।

কেবল কবিতাকে নিয়ে বেঁচে আছেন কবি। বিষাদে-বেদনায়-মনস্তাপে অতিক্রান্ত হয় তাঁর সময়। যেন কুরুক্ষেত্রে পড়ে আছেন, কিন্তু নানা বেদনায় ও অস্তিত্বসংকটে মুহ্যমান থাকা সত্ত্বেও স্বপক্ষ ত্যাগ ক'রে তিনি বিদুরের ভূমিকা নেবেন না। সিসিফাসের মতো, অদূরেই জলের নির্ঝর, কিন্তু তিনি নিজেই নিজের যাতনা। অদ্ভুত অশুচি জন্তুর

ছদ্মবেশে ক্রূর কাল তাঁর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। কিন্তু কবিতাই তাঁর শেষ উদ্ধার—এই প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে বজ্রনখ নরসিংহের পুরাণ-কল্প রূপায়ণের মধ্য দিয়ে :

> নাকি তুমি নরসিংহ, বজ্রমুখ বাঁশির ফুৎকার,
> বিদ্যুৎ নখরে যার উজ্জ্বল উদ্ধার ?
>
> ('কেবল তোমাকে নিয়ে', "মরচে-পড়া পেরেকের গান")

কবিতাকে এখানে স্থাপন করা হয়েছে নরসিংহের সমান্তরাল প্রতিরূপকে। কবির বর্তমানও সাররিয়ালিস্টিক চিত্রে সমর্পিত।

গ্রীকপুরাণের ইকারুস-কাহিনী বিভিন্ন কালের কবিদের আকর্ষণ করেছে এবং 'ইকারুস' তাঁদের কবিতার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বোদলেয়ার ইকারুসকে নিয়ে একটি প্রতীক-ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ কবিতা লিখেছেন, বুদ্ধদেবের 'ইকারুস'ও আধুনিক কালের পারস্পেকটিভে রচিত ব্যঞ্জনাময় একটি চতুর্মাত্রিক কবিতা। ডেডেলাস-পুত্র ইকারুস পিতার নিষেধসত্ত্বেও মোম-নির্মিত পাখা নিয়ে সুবর্ণ-মদিরার মতো অঙ্কুরাণ অব্রণ আকাশের প্রেমে পড়ে গভীর আকাশের দিকে উঠে যায় এবং সূর্যতাপে পাখার মোম গলে গলে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। ইকারুস এখানে কবিরই প্রতিরূপক। বর্তমান মধ্যবিত্তের সামাজিক দৈনন্দিনতা যেখানে প্রবল, অস্তিত্ব প্রবল হুমকির সম্মুখীন, সেখানে একজন ইকারুস-এর নীলিমা-নিমগ্নতার মধ্যে কবির অন্তর্গত স্বপ্নময়তার প্রকাশ ঘটেছে। ইকারুসের মতো কবিও অসম্ভবের আকর্ষণে নিয়ত ধাবিত হন। ইকারুসের প্রতিরূপকে বুদ্ধদেব বসু চিত্রিত করেন আধুনিক মানুষের অসহায়ত্ব, তার স্বপ্নের উত্থান-পতন, তার বিপর্যস্ত বর্তমান এবং সমাজ ও রাষ্ট্র-নিষ্পিষ্ট আধুনিক মানুষের অসহায়তা। ইকারুসের পতনমুহূর্তের প্রকৃতির ধ্বংসপ্রবণ রূপের আপাত সরলতার মোটিফ :

> মুহূর্তের ব্যাভিচার ভুলে গিয়ে সমুদ্র আবার শান্ত
> বাতাসে রৌদ্রের নেশা বিস্তীর্ণ আবার,
> সংশোধিত, সম্পন্ন আকাশ।
>
> ('ইকারুস', "মরচে-পড়া পেরেকের গান")

বুদ্ধদেব বসুর 'ইকারূসে'র সংগে ইকারুস-বিষয়ে অঙ্কিত প্রাচীন একটি ফ্রেস্কোচিত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, পতনোন্মুখ ইকারূস, উপরে বাঁদিকে রথে আসীন এ্যাপোলো, মাঝখানে দ্বীপভূমি, ডানপাশে নগর, সমুদ্রে প্রাচীন জাহাজ ও নৌকো, নিচে বাঁ-দিকে দুই নারী আকাশে তাকানো।[১৪]

"মরচে-পড়া পেরেকের গান"-এর নাম-কবিতাটি মিথ-কাহিনী থেকে আহৃত একটি বহুমাত্রিক প্রেম ও বিচ্ছিন্নতার কবিতা। আধুনিক বিশ্বে ব্যক্তির অবদান ও অবস্থান এ কবিতায় ভারতপুরাণের ঋষ্যশৃংগ উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রকাশিত।

জর্জ রুয়োর 'বৃদ্ধ রাজা' চিত্রের স্মরণে নামকরণকৃত 'বৃদ্ধ রাজা' কবিতায় রিলকের 'আবিশাগ' কবিতা থেকে ঘটনা ও চিত্রকল্প আহৃত। 'আবিশাগ' কোনো জর্মনিক পুরাণ বা ইতিহাসের নায়িকা ব'লে বুদ্ধদেব বসু অনুমান করেছেন, এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত তথ্য তিনি খুঁজে পান নি।[১৫]

"একদিন: চিরদিন" কাব্যে বুদ্ধদেব বসু পুরাণের ব্যবহার করেন নি। "যে আঁধার আলোর অধিক"-এর 'কোনো কুকুরের প্রতি' কবিতায় আপাত বন্ধ্যা কবি পোষা কুকুরকে কোনো সামাজিক মানুষকে বেছে নিতে বলেছেন। কারণ তাঁর পক্ষে কুকুরের প্রতি 'সমানুকম্পনে' বাঁশির মতো বেজে-ওঠা সম্ভব নয়। জর্মন কবি রিলকেও 'সর্বদা প্রণয়প্রার্থী, কখনো-বা আহ্লাদি, আখুটে' ('দুই কুকুর', "স্বাগতবিদায়") কুকুরকে নিজের ভালোবাসা দিতে অনিচ্ছুক, কারণ, তাঁর তন্ময়তা নিজেরই কবিস্বভাব নিয়ে। কবিতার জন্যেই আমরণ অপেক্ষা তাঁর। এমন কি নারীর প্রণয়—যার জন্যে রিলকে সর্বদা অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করেছেন, চেয়েছেন প্রণয়পাশ—তাঁর প্রতি জাগ্রত হ'লে তিনি নিষ্ঠুর ও চতুর প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু কবিতার জন্য শেষতম অপেক্ষা, মানবিক প্রণয় প্রত্যাখ্যান, রিলকের জন্য অর্থময় হয়েছিলো। এসব অর্থময় ও শ্রদ্ধেয় মনে হলেও কুকুর-বিষয়ক একটি ভারতীয় পুরাণ-কাহিনী মনে পড়েছে বুদ্ধদেব বসুর। ভারতপুরাণের এই কাহিনীই 'দুই কুকুর' কবিতার বিষয়। কুরুক্ষেত্রের শ্রমলব্ধ জয় এবং রাজত্ব-উদ্যম-আশা তাকে ছেড়ে গেলে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীসহ চারভাইকে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন। পথে একটি কুকুর

তার সংগী হয়। চারভাই ও দ্রৌপদীর মৃত্যুর পর কুকুরসহ যুধিষ্ঠির উপস্থিত হন স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু দেবতাদের নিষেধ সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির কুকুরকে ত্যাগ ক'রে স্বর্গে যেতে রাজী হন নি। কবির উক্তি ও উপলব্ধি এ রকম :

এ দুই কুকুর
মাঝে-মাঝে আমার আমিত্ববোধ ক'রে দেয় লজ্জিত বিধুর ;
ধীরে যেন হয় অনুমান
কবি আর মহাত্মার কোথায় দুস্তর ব্যবধান।

('দুই কুকুর', "স্বাগত বিদায়")

কবি এবং মহাত্মার দুস্তর ব্যবধানই বুদ্ধদেব বসুকে লজ্জিত করে। তিনি এবং রিলকে দুজনেই কবিতার প্রতি নিবেদিত হয়ে ভুলেছেন মানবিক মমত্ববোধ ও মানবিক ব্যবহার—যা পরমপ্রাপ্তি স্বর্গের জন্যও যুধিষ্ঠির বিসর্জন দেন নি। আধুনিক পৃথিবীর বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা যে মানবিক সম্পর্ককে বিসর্জন দিয়েছে, পুরাণকাহিনীর প্রতিচিত্রণের মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসু তার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

'হনুমানের জীবন ও মৃত্যু' কবিতায় 'হনুমান' কবির প্রতিরূপক। রামায়ণ থেকে নেয়া এই কাহিনী-রূপায়ণে পৌরাণিক শব্দব্যবহারের ফলে পৌরাণিক আবহের সৃষ্টি হয়েছে। পৌরাণিক হনুমান-কাহিনীর প্রতিরূপকে বুদ্ধদেব বসু প্রত্যক্ষ করেছেন আধুনিক কবির জীবন ও মৃত্যু। কবি কবিতাকে পেয়ে যান কোনা আকস্মিক উদ্ভাসে—যেরকম হনুমান সাগর- লঙ্ঘনের প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, অলৌকিক প্রেরণায় তাকে লঙ্ঘনও করেছেন :

কিন্তু আছে। এক সূক্ষ্ম গোপন সংকেত।
কোনোখানে কোনো-এক রাজকন্যা
একদা, ক্ষণিক দৃষ্টা, অস্পষ্ট—স্বপ্নের মতো পলাতক।

('হনুমানের জীবন ও মৃত্যু', ঐ)

রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণের মুহূর্তে হনুমান দেখেন সীতার 'স্রস্ত কেশ, ঈষৎ কপোল/ একটি দুঃখিনী বাহু, যার প্রান্ত থেকে/যেন মাতা-মাধবীকে

অভিজ্ঞান প্রণাম জানাতে/খ'সে পড়ে উত্তরীয়, কেয়ূর কঙ্কণ।' সীতার এই রূপচিত্র বায়ুপুত্র হনুমানের হৃদয়ে জন্ম দেয় মধ্যাহ্নের এক অপূর্ব রূপ। মধ্যাহ্নে জ্যোতি গান হয়ে ওঠে। সীতার এই রূপপ্রভাবেই হনুমান উর্ধ্বে উঠে যেতে পারে—সমুদ্র-লঙঘন আর অসাধ্য থাকে না। কল্পনা ও আকাঙক্ষার তীব্রতায় কবিও অতিক্রম করেন স্তব্ধতার দুর্লঙঘ্য সমুদ্র, অকথিত বাণীকে বাঙময় রূপ দেন। হনুমানের মতোই দীর্ঘজীবনব্যাপী কবিও নানা কীর্তির রূপকার। সৃষ্টিশীল তিনি, কিন্তু বার্ধক্যে হনুমানের মতোই মৃত্যুবরণ করেন। আর মৃত্যু-পরবর্তীকালে যে খ্যাতিতে ঋদ্ধ হন হনুমান, কবিও পান সেই খ্যাতি ও সম্মান। হনুমানের মতো কবিও ঃ

অর্ধপশু, অর্ধেক দেবতা
মৃত্তিকার গর্ভজাত স্বর্গের সন্তান।

('হনুমানের জীবন ও মৃত্যু', 'স্বাগত বিদায়'')

মৃত্যু-বিষয়ক একটি বিখ্যাত কবিতা 'সাবিত্রীর জন্য কবিতায়'ও মিথ প্রয়োগ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। কীটসের মৃত্যুস্বপ্ন, তাঁর মৃত্যুদৃশ্য, মৃত্যুর স্বরূপ এবং জীবন-মৃত্যুর চিত্রকল্প—এইসব দৃশ্যকল্প ও ভাবনা-অনুষঙ্গ পেরিয়ে কবি পৌঁছেছেন সাবিত্রী ও তার অমর মিথ-কাহিনীকল্পে।

বুদ্ধদেব বসুর মিথ-চেতনা ভারতীয় পুরাণ প্রসংগেই বেশি সাড়া দেয়। পাশ্চাত্য পুরাণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বিষ্ণু দে'র মতো প্রবল নয়। মিথের আধুনিক রূপায়ণে বুদ্ধদেব বসু একজন সফল শিল্পী।

তথ্য-নির্দেশ

১ T. S. Eliot, "Order and Myth". The Dial LXXV (1923). উদ্ধৃত—Lillian Feder, 'Ancient Myth in Modern Poetry'. Princeton, 1971 P. 26. "In using the Myth, in manipulating a continious parallel between contemporaneity and antiquity, Mr. Joyce is persuing a method which others must persue after him. ...Instead of narrative method, we may now

use the mythical method. It is, I seriously believe, a step toward making the modern world possible for art."

২ Philip Wheelwright, "Poetry, Myth and Reality.", An essay in the book, "Twentieth Century Criticism; the Major Statements" (Ed.) William J. Handy & Max Westbrook. Indian Edition. 1976. P. 265-266

৩ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্বগত', "কাব্যের মুক্তি" প্রবন্ধ। প্রথম সিগনেট সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ ২৭

৪ বিষ্ণু দে, 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ', সিগনেট, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ ১১৬

৫ কমলেশ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার : বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিণীর ভূমিকা' মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৯৮০, পৃ ১৪

৬ সুবীর রায় চৌধুরী, "সাদৃশ্যের সন্ধানে : তপস্বী ও তরঙ্গিণী" এবং 'রাত ভ'রে বৃষ্টি",। দ্র. আনন্দ রায়, (সম্পাদক) 'বুদ্ধদেব বসু : নানা প্রসঙ্গ', বর্ণালী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ ১৪০

৭ Northrop Frye, "Myth Fiction and Displacement", উদ্ধৃত—Twentieth Century Criticism : The Major Statements', Ibid, Page. 164. "The difference between Myth and Folk tale, however, also have their importance. Myth as compared with folk tales, are usually in a special category of seriousness : they are believed to have "really happened" or to have some exceptional significance in explaining certain features of life, such as ritual."

৮ Northrop Frye, 'Anatomy of Criticism', Princeton, Newjersey, Princeton University Press. 1957. Tenth hardcover Printing 1971. p. 136. "And as realism, is an art of implicit simile, Myth is an art of implicit metaphorical identity."

৯ বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, রামেন্দ্রসুন্দর আচার্য চৌধুরীকে লেখা, ১৪ মে ১৯৫০। দ্র. 'অধুনা সাহিত্য', ত্রয়োদশ সংকলন, আশ্বিন ১৩৮২, পৃ ৩

১০ বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', প্রকাশভবন, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৯৮১, পৃ ১৮৭

১১ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ''কবিতার কালান্তর', সান্যাল প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ ১৪৬

১২ 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', পূর্বোক্ত, পৃ ১৮৭

১৩ মহাভারত, আদিপর্বের বৈবাহিক পর্ব, বর্ধমান রাজবাটী বঙ্গানুবাদ, পৃ ৩৯১–৩৯৫

১৪ Michael Grant, 'Myths of the Greeks and Romans', London, 4th Impression 1969. plate : 89, 'Fresco from the house of the Priest Amandus at Pompeii, early Ist. Century A. D.

১৫ দ্র. ভূমিকা, 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'।